بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে হুনাইনের যুদ্ধাভিযানের বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

গত খুতবায় হুনাইনের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা মাল-এ-গনীমতের বণ্টনের প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছিলাম। এ বিষয়ে আরও কিছু বিশদ বর্ণনা রয়েছে। যেমন আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) যখন গনীমতের সম্পদ বণ্টন করলেন এবং সাহসী মুজাহিদগণকে তাদের প্রাপ্য অংশ প্রদান করে দিলেন, তখন খুমস (অর্থাৎ রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত এক-পঞ্চমাংশ) প্রায় পুরোটাই তিনি (সা.) **মুআল্লাফাতুল কুলুব** (মন জয় করার উদ্দেশ্যে)-এর জন্য কুরাইশের সর্দার এবং অন্যান্য আরব সর্দারদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন- কাউকে একশো উট দিলেন, আবার কাউকে পঞ্চাশটি উট। এত বেশি পরিমাণে অন্যদের সম্পদ দেওয়াতে আনসারের কিছু যুবক এই বিষয়টি অনুভব করলেন এবং মনে করলেন যে, তাদের সেবা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার কারণে তারা অন্যদের তুলনায় বেশি হকদার ছিলেন।

হুযূর আনোয়ার বলেন যে, অনেক সময় আবেগের বশে উচ্চারিত একটি বাক্যও দূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে। যদিও আনসার যুবকদের একাংশ অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল, তবুও সবাই নয়। তবুও আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা.) কাছে এটি এমন নারাজ করার মতো কথা ছিল যে, আনসারকে বাকি জীবন এর ফল ভোগ করতে হয়েছে। এই বিষয়ের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন যে, যখন রাসূলে করীম (সা.) মক্কা বিজয় করলেন, তখন মক্কার লোকেরা তাঁর (সা.) কাছে এলো, যাদের দৃষ্টি ঈমানের আলোকে পুরোপুরি আলোকিত না হওয়ায় তখনও দুনিয়ার দিকেই ছিল। এরপরের একটি যুদ্ধে কিছু সম্পদ মুসলমানদের হাতে আসে। মহানবী (সা.) সেই সম্পদগুলো তাদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। আনসারী এক যুবক কোনো এক মজলিসে বলল যে, **আমাদের তলোয়ার থেকে রক্ত ঝরছে, আর রাসূলে করীম (সা.) সম্পদ তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের দিয়ে দিয়েছেন।**

যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট এ অসন্তোষের খবর পৌঁছল, তখন তিনি (সা.) আনসারের প্রবীণ সাহাবীদের ডেকে পাঠালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, **আমার কাছে খবর এসেছে যে এমন কথা উচ্চারিত হয়েছে, এটা কি সত্য?** এ কথা শুনে আনসারগণ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়লেন এবং নিবেদন করলেন, **হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! এ কথাটি কোনো নাদান যুবক বলে ফেলেছে।** তখন তিনি (সা.) বললেন, **না! হে আনসার! তোমরাও তো এমন বলতে পারতে যে-আমরা মুহাম্মদ (সা.)-কে আশ্রয় দিয়েছি যখন আর কেউ তাঁকে আশ্রয় দেয়নি। আমরা তাঁকে ঘর দিয়েছি যখন তাঁর নিজের শহরের লোকেরা তাঁকে বের করে দিয়েছিল। আর আজ যখন আল্লাহ্ তাঁকে মর্যাদা ও বিজয় দান করেছেন, তখন তিনি নিজের আত্মীয়স্বজনকে সম্পদ প্রদান করেছেন।** এ কথা শুনে আনসারগণ উচ্চস্বরে কেঁদে উঠলেন এবং নিবেদন করলেন, **হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কখনও এমন বলিনি।** এরপর মহানবী (সা.) আরও বললেন, **তোমরা চাইলে এই কথাটিকে অন্যভাবেও বলতে পারতে, আর তা হলো, যেই ব্যক্তিকে আল্লাহ্ সমগ্র দুনিয়ার হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করেছেন, তিনি মক্কার সন্তান ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে মদীনায় নিয়ে এসেছেন। তারপর আল্লাহ্‌র কুদরত ও শক্তির দ্বারা মক্কাকে তাঁর জন্য বিজয় করে দিয়েছেন। সেই সময় মক্কাবাসীদের ধারণা ছিল যে, এখন তাদের সম্পদ তাদের কাছেই ফিরে যাবে। কিন্তু মক্কার লোকেরা ভেড়া এবং ছাগল নিয়ে গেল, আর মদীনার লোকেরা আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-কে নিয়ে নিজেদের শহরে ফিরল।** এরপর মহানবী (সা.) বললেন, **এই কথা নিশ্চিতভাবেই এক অজ্ঞ মানুষের মুখ থেকে বের হয়েছে। কিন্তু এর পরিণামে এখন তোমরা দুনিয়ার কোনো শাসনক্ষমতা পাবে না। এখন তোমাদের সেবার আসল প্রতিদান তোমরা হাউজে কাওসারের নিকটে লাভ করবে।** হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, **দেখে নাও! ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে তেরো শতাব্দী পার হয়ে গেছে এবং চৌদ্দতম শতাব্দী চলছে (বরং এখন তো সেটাও পার হয়ে গেছে)। এই দীর্ঘ সময়ে ইসলামের কারণে প্রত্যেক জাতিই বাদশাহ হয়েছে, কিন্তু কোনো আনসারী বাদশাহ হতে পারেনি। সুতরাং, কখনও কখনও একজন ব্যক্তির কথা পুরো জাতির জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে।**

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এই ঘটনাটি তাঁর একটি খুতবায় বর্ণনা করেছেন এবং এটি বর্ণনা করে জামা'তকে যে নসিহত (উপদেশ) করেছিলেন, তা আজও আমাদের জন্য ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ, যেমনটি সেই সময়ে ছিল। **তিনি বলেছিলেন যে, যেসব লোক এই কারণে কুরবানি করে যে তারা কোনো পদ বা ধন-সম্পদ পাবে, তারা যেন আমার ডাকে (অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহের ডাকে) কুরবানির জন্য না আসে। বরং কেবল সেইসব লোকই আসুক যারা আল্লাহ্‌র জন্য কুরবানি করে। কারণ, আমি তো নিজেই দুর্বল এবং অসুস্থ মানুষ, আমি কারো অনুগ্রহ বহন করতে পারি না। সুতরাং আমি নিজের জন্য কিছু চাই না। যে আল্লাহ্‌র জন্য দেয়, সে-ই দিক, আর আল্লাহ্‌তা'লা তার প্রতিদান দেবেন। আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা রাখা উচিত। তিনি চাইলে এই দুনিয়াতেই দেবেন আর চাইলে আখিরাতে দেবেন। কিন্তু যে আন্তরিকতার সঙ্গে কুরবানি করে, তার কুরবানি কখনোই নষ্ট হয় না। কোনো মুমিনের কুরবানিকে আল্লাহ্‌তা'লা বৃথা যেতে দেন না। তাহলে প্রকৃত কুরবানিদাতা তারাই, যারা আল্লাহ্‌কে সামনে রেখে কুরবানি করে, দুনিয়ার নাম বা যশের জন্য নয়।**

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেছেন যে, জামা'তের কোনো সদস্য যখন একটি বয়সে বা অবস্থায় পৌঁছায়, তখন তাদের মনেও এমন ধারণা জন্ম নেয় যে, আমাদের তো অনেক অভিজ্ঞতা আছে, আমরা এত কাজ করেছি, তাই আমাদের পুরস্কার পাওয়া উচিত। কিন্তু যখন সেই পুরস্কার দেওয়া হয় না, তখন তাদের মধ্যে কষ্ট বা অভিমান দেখা দেয়। তারা যেন চিন্তা করে যে, দুনিয়ার পুরস্কার গ্রহণ করবে, নাকি আল্লাহ্‌তা'লার পুরস্কারের উত্তরাধিকারী হতে চাইবে? প্রসঙ্গক্রমে, আনসারুল্লাহ্‌র ইজতেমাও আজ থেকে শুরু হচ্ছে, যেহেতু এই বয়সে অভিজ্ঞতা অর্জিত হওয়ার পর এই ধরনের চিন্তা আসে। আনসারকেও আমি এই কথা বলি যে, যদি কারো মনে নিজের অভিজ্ঞতা ও সেবা সম্পর্কে কোনো ধারণা জন্মায়, তবে সে যেন তা ঝেড়ে ফেলে দেয় এবং আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে।

এই প্রসঙ্গে আরব বেদুঈনদের অস্থিরতারও উল্লেখ পাওয়া যায়। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের সময় কিছু বেদুঈন তাঁর (সা.) চারপাশে জড়ো হয়ে গেল এবং সম্পদ দাবি করতে লাগল। মহানবী (সা.) বেদুঈনদের এই অভদ্র আচরণের জন্য তাদের কোনো তিরস্কার করেননি, রাগিতও হননি, বরং মুচকি হেসে উত্তম পন্থায় তাদের তরবিয়ত করলেন এবং তাদের সম্পদ দিয়েও পুরস্কৃত করলেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন যে, এই যুদ্ধগুলো থেকে অবসর পাওয়ার পর, যে সম্পদ পরাজিত শত্রুদের জরিমানা এবং রণাঙ্গনে ফেলে যাওয়া জিনিস থেকে জমা হয়েছিল, তা রীতি অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইসলামী সেনাদলে বণ্টন করার কথা ছিল। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তিনি (সা.) এই সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন না করে, মক্কা এবং আশেপাশের লোকদের মধ্যে বিতরণ করলেন। এই লোকদের মধ্যে তখনও ঈমান সৃষ্টি হয়নি। অনেকেই তো তখনও কাফিরই ছিল, আর যারা মুসলমান হয়েছিল, তারাও একেবারে নতুন মুসলমান হয়েছিল। তাদের জন্য এটা ছিল একেবারে নতুন এক বিষয় যে, একটি জাতি তাদের সম্পদ অন্য লোকদের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছে। কিছু লোকের মধ্যে এই সম্পদ বণ্টনের ফলে তাদের হৃদয়ে নেকি বা তাক্ওয়া সৃষ্টি না হয়ে লোভ আরও বেড়ে গেল। তারা মহানবী (সা.)-কে ঘিরে জটলা পাকাল এবং আরও দাবির সঙ্গে তাঁকে (সা.) বিরক্ত করতে শুরু করল। এমনকি ধাক্কা দিতে দিতে মহানবী (সা.)-কে একটি গাছের কাছে নিয়ে গেল, আর একজন লোক তো তাঁর কাঁধের উপর রাখা চাদর এমনভাবে ধরে মোচড়ানো শুরু করল যে, দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। তিনি (সা.) বললেন, **হে লোকেরা! যদি আমার কাছে আরও কিছু থাকত, তবে আমি তাও তোমাদের দিয়ে দিতাম। তোমরা আমাকে কখনও কৃপণ বা ভীরু পাবে না।**

এরপর তিনি (সা.) তাঁর উটনীর কাছে গেলেন এবং তার একটি পশম ছিঁড়লেন এবং তা উপরে তুলে ধরে বললেন, **হে লোকেরা! তোমাদের ধন-সম্পদের মধ্যে এই একটি পশমের সমানও আমার প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র সেই এক-পঞ্চমাংশ ছাড়া যা আরবের আইন অনুযায়ী সরকারের অংশ। আর সেই এক-পঞ্চমাংশও আমি নিজের জন্য খরচ করি না, বরং তাও তোমাদেরই কাজের জন্য খরচ করা হয়। আর মনে রেখো যে, খেয়ানতকারী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র দরবারে এই খেয়ানতের কারণে লাঞ্ছিত হবে।**

হুযূর আনোয়ার বলেন, মানুষ বলে যে, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রাজত্বের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। বাদশাহ এবং সাধারণ জনগণের সম্পর্ক কি এমন হয়ে থাকে? কারো কি এমন ক্ষমতা থাকে যে সে বাদশাহকে এভাবে ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে যাবে এবং তার গলায় চাদর পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করবে? আল্লাহ্‌র রাসূলগণ ছাড়া আর কে এই দৃঢ়তা দেখাতে পারে! **কিন্তু এত কিছুর পরেও, এভাবে সমস্ত সম্পদ গরীবদের মধ্যে বণ্টন করার পরেও, এমন নিষ্ঠুর হৃদয়ের লোক ছিল, যারা মহানবী (সা.)-এর বণ্টনকে ন্যায়সঙ্গত বণ্টন মনে করত না।**

হাদীসে বর্ণনা পাওয়া যায় যে, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের সময় একজন বেদুঈন মহানবী (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হলো এবং বলতে লাগল, **হে মুহাম্মাদ (সা.)! আপনি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন, তা পূরণ করুন**। মহানবী (সা.) বললেন, **খুশি হয়ে যাও!** সেই বেদুঈনটি বলতে লাগল, **আপনি তো বহুবার এটাই বলেছেন যে, খুশি হয়ে যাও!** অর্থাৎ আপনি কিছু দেননি, শুধু বলতেই থাকেন। মহানবী (সা.)-এর কাছে তার এই প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত অপ্রীতিকর লাগল। তিনি তাঁর দিক থেকে নিজের পবিত্র মুখমণ্ডল সরিয়ে নিলেন এবং সেখানে দাঁড়ানো আবু মূসা আশআরী (রা.) এবং বিলাল (রা.)-এর দিকে মুখ করে বললেন, **এ তো সুসংবাদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করল, এখন তোমরা গ্রহণ করো!** তাঁরা দুজন (আবু মূসা ও বিলাল) এটি শুনে সঙ্গে সঙ্গে বললেন, **হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! আমরা গ্রহণ করে নিলাম।**

এরপরে তিনি (সা.) একটি পানির পেয়ালা আনতে বললেন এবং তাতে নিজের হাত ও মুখ ধৌত করলেন। এরপর তিনি (সা.) সেই অবশিষ্ট পানি হযরত আবু মূসা ও হযরত বিলাল (রা.)-কে দিয়ে বললেন, **তোমরা দুজন এই পানি পান করো এবং তোমাদের চেহারা ও বুকেও ঢেলে নাও, আর খুশি হয়ে যাও।**

ফলস্বরূপ, তাঁরা পেয়ালা নিয়ে তাই করলেন।

হুযূর আনোয়ার বলেন যে, এখানে উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের ইখলাস ও আন্তরিকতা এবং মহানবী (সা.)-এর বরকতময় সত্তা থেকে বরকত হাসিলের তৃষ্ণার এক অদ্ভুত ও ঈর্ষণীয় দৃশ্যও দেখা যায়। লেখা আছে যে, কাছাকাছি একটি তাঁবুতে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.)-ও অবস্থান করছিলেন। তিনি পর্দার পেছন থেকে তাঁদের বললেন যে, **তোমাদের মায়ের জন্যও কিছু পানি বাঁচিয়ে রেখো।** ফলস্বরূপ, তাঁরা হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর জন্যও পেয়ালায় কিছু পানি রেখে দিলেন।

সবশেষে, হুযূর আনোয়ার দুজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করে তাদের নেক গুণাবলীর বর্ণনা করেন।

১. মুকাররম ফাহীমুদ্দীন নাসির সাহেব, মুবাল্লিগ, রোমানিয়া। তাঁর পরিবারে আহ্‌মদীয়া প্রবেশ করে তাঁর প্রপিতামহ হযরত মির্যা আলমদীন সাহেব (রা.)-এর মাধ্যমে। মরহুম ১৯৯৬ সালের জুনে জামেয়া আহ্‌মদীয়া থেকে পাস করেন এবং পরে তাফসীরে কুরআন -এ বিশেষ ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০০৬ সালে তাঁকে রোমানিয়ায় পাঠানো হয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেখানেই খেদমত করার তৌফিক লাভ করতে থাকেন। হুযূর আনোয়ার বলেন যে, তিনি বিদেশে দ্বীনের (ধর্মের) খাতিরে কুরবান হয়েছেন, এই হিসাবে তাঁর মর্যাদা শহীদের মর্যাদারই মতো। তিনি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাঁর ওয়াদার হক আদায় করেছেন এবং খুব ভালোভাবে আদায় করেছেন। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই ফাহীম নাসির মরহুমের চরিত্র এবং উদাহরণ বিশেষ করে ওয়াকফে যিন্দেগি (জীবন উৎসর্গকারী)-দের জন্য একটি শিক্ষা।

২. মুকাররম আব্দুল আলীম ফারুকী সাহেব, ইবনে মুকাররম আব্দুর রশীদ ফারুকী সাহেব, কানাডা। তাঁর নিজের বাড়িতে সশস্ত্র ডাকাতরা গুলি করে তাঁর জীবন নিয়ে নেয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। তিনি হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মৌলভী কুদরত উল্লাহ্ সানৌরী (রা.) এবং হযরত মৌলভী মুহাম্মদ হোসাইন সাহেব (রা.)-এর প্রপৌত্র ছিলেন। হুযূর (আই.) তাদের উভয়ের পরিবারের সদস্যদের ধৈর্যও দৃঢ় মনোবলের জন্য দোয়া করেন এবং বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি দয়া ও ক্ষমা সুলভ আচরণ করুন, আমীন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

26 September 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....*P.O*.....

Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat